যুগান্তর

তারিখ ... 03 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...১...

সাইফুর রহমান সোহাগ

জাকির হোসেন

সাক্ষাৎকারে নবনির্বাচিত ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক

'অপকর্ম করলেই শাস্তি দেয়া হবে পুলিশে'

মুসতাক আহমদ ও মাহমুদুল হাসান নয়ন

ছাত্রলীগের নামে কেউ অপরাধ-অপকর্ম করলেই তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, সংগঠন থেকে চিরতরে বের করে দেয়া হবে। এমনকি তুলে দেয়া হবে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে। এ ধরনের অপরাধ যেই করবে তার বিরুদ্ধে এ নীতি প্রয়োগ করা হবে।

যুগান্তরের সঙ্গে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকারে ছাত্রলীগের নবনির্বাচিত সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ এবং সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন দু'জনই অভিন্ন সুরে জানান এসব কথা। ঐতিহাসিক ডাকসু কার্যালয়ে রোববার দুপুরে নেয়া সাক্ষাৎকারে দু'নেতাই বলেন, স্থানীয় পর্যায়ের এক শ্রেণীর দলীয় নেতা আর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ছাত্রলীগকে ব্যবহারের চেষ্টা করে থাকেন। সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বার্তা হল— ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় চলবে। তার নির্দেশনা অনুযায়ী চলার জন্য সবাইকে নির্দেশ দেয়া হল। এ সময় ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন, ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে অপরাধে

শাস্তি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

শাস্তি : অপকর্ম করলেই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জড়ানোর যত অভিযোগ রয়েছে তা আসলে সংগঠনের প্রকৃত নেতাকর্মীরা করেন না। যারা অপরাধে জড়ায় তারা সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই। বিপরীত দিকে ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি নষ্টের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা কিছু দুষ্কৃতকারীকে ছাত্রলীগে ভিড়িয়ে দিয়েছে। এসব সন্ত্রাসী আর অনুপ্রবেশকারী ছাত্রলীগের বড় শত্রু। তাদের কোনো ছাড় নয়। নির্বাচিত হওয়ার পর সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আমাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

সাধারণ সম্পাদক বলেন, ছাত্রলীগ হবে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর সব কার্যক্রমও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক হবে। যদিও আমাদের জেলা ও মহানগর ইউনিট রয়েছে, তাদেরও স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রমে উৎসাহিত করা হবে। এ দেশে এমন কোনো ছাত্র থাকবে না যার কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বার্তা পৌঁছবে না। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' হবে আমাদের চলার পাথেয়।

নিজেদের পরিকল্পনা সম্পর্কে দুই ছাত্রনেতা বলেন, ছাত্র রাজনীতির অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হবে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সারা দেশের নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করা হবে। শিক্ষাবিদদের সঙ্গে কথা বলে ছাত্রদের সমস্যা নির্ণয় করে সমাধানে কাজ করব। ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে সাংগঠনিক স্বার্থ বিবেচনায় এনে নিয়মিত ছাত্রদেরকে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটিতে মূল্যায়ন করা হবে। সাইফুর রহমান সোহাগ বলেন, যারা ছাত্রলীগ করে তাদেরকে অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করতে হবে। মেনে চলতে হবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ। যদি কেউ সংগঠনের শৃংখলাবিরোধী কাজ করে তাহলে একটুও ছাড় দেয়া হবে না। পদে থাকলে অব্যাহতি, না থাকলে পরে ছাত্রলীগ করার সুযোগ দেয়া হবে না। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করব। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রতি অনুরোধ, শুধু অপরাধই নয়, শাস্তির বিষয়টিও যেন মিডিয়ায় আসে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জাকির হোসেন বলেন, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। দরিদ্র ছাত্রদের সহায়তা, নিজেদের দায়িত্বে স্কুলে ভর্তি করে দেয়াসহ বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা হাতে নেব। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন শেষে সবাইকে নিজ-নিজ দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া হবে। ১০ জন সাংগঠনিক সম্পাদকের মধ্যে ৮ বিভাগের জন্য ৮ জন, সব বিশ্ববিদ্যালয় শাখার জন্য একজন এবং সব মহানগর শাখার জন্য একজনকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক সম্পাদককে নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। যাতে সংগঠনের জন্য তারা নিজেদের মতো করে কাজ করতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের বিষয়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জানান, আগস্ট শোকের মাস। সাধারণত এ মাসে কোনো কমিটি গঠন হয় না। তাই আগস্টে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শেষ করে সেপ্টেম্বরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন হবে।

সভাপতি সোহাগ বলেন, কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে যোগ্যদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে। সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বলেন, যারা আমাদের সঙ্গে সম্মেলনের সময় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছে। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা মনোমালিন্যের কারণে কাউকে যোগ্য পদ থেকে বঞ্চিত করা হবে না। মুখ দেখে পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে পদ দেয়া হবে না। ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে সভাপতি বলেন, যারা প্রকৃত ছাত্রলীগ করে তাদের জন্য সংগঠনের বদনাম হয় না। বিভিন্ন স্থানে অপরাধীরা আশ্রয় নিয়ে বদনাম করে। তাই এখন থেকে ছাত্রলীগ করতে হলে প্রাথমিক সদস্য হতে হবে। তার অতীত কর্মকাণ্ড দেখা হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চারিত্রিক সনদ নেয়া হবে। পাশাপাশি সেপ্টেম্বরের মধ্যে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকার ক্ষমতায় এলে নিজেদের স্বার্থে কিছু লোক দলে প্রবেশ করে অপকর্ম করে থাকে। প্রথমে তাদের সবাইকে শনাক্ত করা না গেলেও পরবর্তী কার্যক্রমে তা প্রকাশ পায়। এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আমরা সতর্ক থাকব।

ছাত্র সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে লেজুড়বৃত্তির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন, ছাত্রলীগ কখনও লেজুড়বৃত্তি করেনি। আগামীতেও করবে না। যেহেতু আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের আদর্শিক মিল আছে, তাই তাদের ভালো কাজগুলোতে আমরা একাত্মতা প্রকাশ করি। দেশের ও দেশের মানুষের পক্ষে হলে তাদের সঙ্গে আন্দোলনে অবশ্যই আমরা থাকব। তবে দেশবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগের ভূমিকা অতীতের মতোই থাকবে। ছাত্রলীগ নিজ গতিতে চলবে বলে জানান সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনও।

বহিষ্কৃত ইউনিটের কার্যক্রম গতিশীল করা প্রসঙ্গে সোহাগ বলেন, বিভিন্ন কারণে যেসব শাখায় কমিটি স্থগিত আছে তদন্ত কমিটি গঠন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নিয়ে সেখানে নতুন কমিটি দেয়া হবে। এ ছাড়া কমিটি স্থগিত করা ইউনিটসমূহে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কমিটি দেয়া হবে। এতে অপরাধীরা স্থান পাবে না। জাকির বলেন, আমরা যাদের বহিষ্কার করব সব বিবেচনায় নিয়েই করব। সে জন্য যেসব স্থানে কমিটি বিলুপ্ত করা হবে সেসব স্থানে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন কমিটি গঠনের চেষ্টা আমাদের থাকবে।

বিভিন্ন সময়ে ছাত্রলীগ অন্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়— এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি সোহাগ বলেন, ছাত্রলীগকে কেউ ব্যবহার করে না। যদিও অনেকে চেষ্টা করে। তবুও যেসব অভিযোগ পাওয়া যায়, তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও স্থানীয় রাজনীতিবিদদের ছাত্র রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ কমলে আর আসবে না। তাই নেতাকর্মীদের প্রতি আমার আহ্বান, ছাত্রলীগের একমাত্র অভিভাবক শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী আপনারা চলবেন। এ ছাড়া সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষায় চেইন অব কমান্ডের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে।

ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে দু'নেতা বলেন, আমরা ডাকসু নির্বাচন চাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অনুরোধ থাকবে, তারা যেন নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। ক্যাম্পাসে সহাবস্থানের বিষয়ে তারা বলেন, সব প্রগতিশীল সংগঠনই ক্যাম্পাসে আসতে পারবে। তবে তাদের নেতৃত্বকে অবশ্যই নিয়মিত ছাত্র হতে হবে। কোনো 'আদু ভাই'য়ের দলকে ক্যাম্পাসে আসতে দেয়া হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দায়িত্ব গ্রহণ ও সমাপ্তিকালে নিজেদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ্যে জানাবেন কিনা— এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে আমরা দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব। সে ক্ষেত্রে সম্পদের হিসাব দিতে আমাদের আপত্তি নেই। নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সোহাগ বলেন, ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন। তার কন্যা শেখ হাসিনার ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক জাকির বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী নেতাকর্মীদের শুধু ভালো কর্মী হলেই চলবে না, ভালো ছাত্রও হতে হবে। জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার গুণাবলী অর্জন করতে হবে। গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সভাপতি বলেন, আমরা গঠনমূলক ও বাস্তবভিত্তিক সমালোচনা প্রত্যাশা করি। তবে যেসব বিষয়ের সঙ্গে আমাদের সামান্যতম সম্পৃক্ততা নেই তার সঙ্গে যেন আমাদের জড়ানো না হয়। সাধারণ সম্পাদকও এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।